—কলিতে আশ্চর্য্য ঘটনা—

দেবরের বৌদি হত্যা

রচয়িতা—জনপ্রিয় ৫২৫ খানা ছড়া প্রণেতা

কবি—শ্রীপ্রবীণ কুমার রায়

প্রকাশক— ভোলানাথ সাহা
দমদম, কলিকাতা-২৮

মূল্য :—১০ পয়সা

10 नये पैसे 1957

কবিতা আরম্ভ

শুনুন সবে ভাই সকলে করি নিবেদন,
আশ্চর্য্য ঘটনা এক শুনেন দিয়া মন।
জেলা ২৪ পরগণা ২ আছে জানা রাজারহাট থানা,
সেইখানে ঘটেছে এই আশ্চর্য্য ঘটনা।
গ্রাম বাগুইহাটি ২ পরিপাটি দেশ বন্ধুনগর,
সেইখানেতে জানি তার বসত বাড়ী ঘর।
এবার বলে যাই ২ শুনেন ভাই নামটি তাহার,
জগদীশ চাটার্জী নাম অতি চমৎকার,
ছিল বিয়ে তার ২ দুইবার শুনতে আমি পাই,
শেষের পক্ষের ছিল তারা যমজ দুই ভাই।
বড় সুনীল নাম ২ যেন রাম অতি চমৎকার,
ছোট ভাই শিশির নাম ছিল যে তাহার।
বড় সুনীলচন্দ্র ২ অতি নম্র করিত মাষ্টারী,
ছোট ভাই পুলিশেতে করিত চাকুরী।
সে যে খিদিরপুরে ২ চাকুরী করে পোর্ট পুলিশেতে,
আপন বৌদি খুন করে পাষাণ নিজের হাতে।
ছিল দুষ্ট অতি ২ চঞ্চল মতি লক্ষণ দেখা যায়,
বদনামের ভয়েতে পাষাণ কি করিল হায়।
পিতা আশা করে ২ সুনীলের বিয়ে করাইল,
গুণবতী বধু এক ঘরেতে আনিল।
সে যে অতি সুন্দর ২ মনোহর ছিল রূপের জ্যোতি,
মীরা চ্যাটার্জ্জি নাম তার আরো ছিল সতী।

বয়স তার হবে কুড়ি ২ সুন্দরী আসে স্বামীর ঘরে,
শিশিরের নজর পরে তাহারই উপরে।
দুষ্ট সদা ঘুরে ২ বশের তরে বৌদিকে তাহার,
মীরার কিন্তু চরিত্র ছিল চমৎকার ।
মীরা স্নান করে ২ কাপড় ছাড়ে ঠিক সেই সময়।
দুষ্ট শিশির সেইখানেতে গিয়া হাজির হয়,
বৌদি সাবধান করে ২ বলে তারে দেখে শুনে চলো।
শিশির বলে এতে লজ্জা কিবা আছে বলো;
দেখি তোমার রূপ ২ অপরূপ ধৈর্য্য নাহি মানে।
কথা শুনে মীরা বালার রাগ হইল মনে,
বলে তোমার কথা ২ অতি যা-তা সহ্যের বাহিরে।
এ রকম বিশ্রী ভাষা বলিও না মোরে।
এমনি জবাব পেয়ে ২ (শিশির) হাসি উড়াইয়া দিল,
সুযোগের আশাতে শিশির ঘুরিতে লাগিল।
কভু আয়না আন্‌তে ২ তার ঘরেতে গিয়া হাজির হয়,
কখনও চিরুণীর কথা তার কাছে কয়।
আরো সেই ফাঁকে ২ শুনায় তাকে নানা প্রেমের কথা,
কথা শুনে মীরা বালার প্রাণে লাগে ব্যথা।
ইংরাজী ১৯৭০ সনে ২ সবাই জানে ১৭ই এপ্রিলে,
ভোর বেলা সুনীল চন্দ্র দার্জ্জিলিং এ গেলে।
পত্নী বাড়ী রেখে ২ মনের সুখে বন্ধু বান্ধব নিয়া,
সুনীলচন্দ্র দার্জ্জিলিংএ গেল যে চলিয়া।

পত্নী অন্তঃসত্বা ২ সুখের কথা শুনি চারি মাসের,
যেন অবস্থায় তার হলো গ্রহ ফের।
এদিকে দুষ্ট শিশির ২ হয়ে অধির সু.যোগ খুঁজে যায়,
এতদিন পরে দুষ্ট সুযোগ দেখি পায়।
দাদা দার্জ্জীলিংএ ২ খুশী মনে সুযোগ পাইল তাই,
কবি বলে পকেট সাবধান রাখবেন সবে ভাই।
আরো সেই ফাঁকে ২ বৌদিকে দিল কুপ্রস্তাব,
মীরা বলে জঘন্য তোমারি স্বভাব।
তোমার দাদা এলে ২ দিব বলে দেখে নিও তুমি,
শিশির বলে সেই সুযোগ দিব নাক আমি।
এই কথা বলে ২ যায় চলে যায় কর্ম্মস্থলে,
দুর্ণামের ভয়েতে পাষাণ কিবা কাজ করিলে।
বেলা দ্বিপ্রহরে ২ খাওয়ার পরে সব কাজ সেরে,
স্নান করিতে গেল মীরা নলকূপের ধারে।
ঠিক সেই সময়ে ২ ছোরা নিয়ে শিশির বাড়ী এল,
পিছনের গেইট দিয়া বাড়ীতে ঢুকিল।
তারপর ধীরে ধীরে ২ কলের ধারে গেল যে পাষাণ,
কবি বলে পাথর দিয়ে গড়া তাহার প্রাণ।
পাষাণ ক্রুদ্ধস্বরে ২ মীরারে বলিল তখন,
দাদার কাছে এইবারেতে বল বাঁছাধন।
এই কথা বলে ২ ঘাই দিলে সেই ছোরা দিয়ে,
মীরা বালা চিৎকার দিল বাবাগো বলে।

শুনে সেই চীৎকার ২ ননদ তার আসে দৌড়াইয়া,
পিছনেতে (বিধবা ভ্রাতৃবধূ) বিভা বৌদি চলিল ছুটিয়া।
এসে দেখতে পায় ২ দৌড়ে যায় পিছন গেইট দিয়া
একজনা ছুটে যাচ্ছে দৌড়ে পলাইয়া।
মুখ ঢাকা ছিল ২ চিনে নিল নীল শার্ট দেখে,
ভাইয়ের কথা তখন তারা গোপন করে রাখে।
ছেড়ে তার পাছ ২ মনে ত্রাস বাড়ীর দিকে ফিরে,
হঠাৎ একটা জিনিষ পায় রাস্তার উপরে।
সে যে পাইল তারা ২ এক জোড়া উলের দস্তানা,
বাড়ী হতে মায়ের চীৎকার শুনে দুইজনা।
তখন দৌড়ে যায় ২ দেখতে পায় বাড়ীতে ঢুকিয়া,
মীরাবালা মাটির উপর রয়েছে পড়িয়া।
আরও পিঠে ক্ষত ২ অবিরত রক্ত পড়িতেছে,
রক্তের নদী যেন বহিয়া চলেছে।
তখন ত্বরা করে ডাক্তারের আনায় খবর দিয়া,
ডাক্তার এসে দেখে প্রাণ গেছে যে চলিয়া।
পড়ে কান্নাকাটি ২ আসে ছুটি প্রতিবেশীগণ,
দৃশ্য দেখে সবার তখন বিষন্নিত মন।
গেল থানায় বার্ত্তা ২ বড় কর্ত্তা পুলিশ সঙ্গে নিয়া,
ইন্‌কুয়ারী করতে কেইস আসিল ছুটিয়া।
এসে কলের ধারে ২ দেখতে পারে এক বালতী পড়ে,
মস্ত এক ছোরা পেল তাহার ভিতরে।

তারপর একে একে ২ সবাইকে করে জিজ্ঞাসন,
জবান বন্দি নিয়ে তিনি না পাইল কারণ।
করে নানা জেরা ২ না'হি ধরা আসামীর সন্ধান,
হেড কোয়াটার ব্যারাকপুরে খবর পাঠান।
তখন আসামীরে ২ ধরার তরে গোয়েন্দা কুকুর,
লাকী নাম জানি তার অত্যাধিক চতুর।
ছিল দার্জ্জিলিংএ ২ খবর দিলে আনাইতে তারে,
গোয়েন্দা কুকুর এলো এরোপ্লেনে চড়ে।
বেলা ৪টা যখন২ লাকী তখন দমদমে (এরোড্রামে) এলে
শতে শতে লোক তারে দেখতে জমা হলো।
নিয়ে পুলিশ ভ্যানে ২ খুশী মনে বাগুইহাটী এলো,
জগদীশ চ্যাটার্জীর বাড়ী উপস্থিত হইলো।
দেখতে সেই ব্যাপার২ হাজার হাজার লোক জড় হলো,
কুকুর তখন ঘ্রান নিয়া ছুটিয়া চলিল।
ঘুরে বাগান বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি চঞ্চল হইয়া,
পরীক্ষা করিতে থাকে লাকি গন্ধ নিয়া।
তারপর এর কাছে ২ ওর কাছে গন্ধ নেয় গিয়া,
হঠাৎ দেখি কুকুর ধরে শিশিরের কামড়াইয়া।
তখন এরেষ্ট করে ২ শিশিরেরে হাত কড়া দিল,
জগদীশ (পিতা) আর বাণীকে (বোন) বন্ধন করে নিল
নিল বারাসতে ২ কোর্টেতে মামলা চলিল,
জেলখানাতে দুইটি মেয়ে সনাক্ত করিল।

মামলা সরকার বাদী ২ কার সাধ্যি রক্ষা করতে পারে
কবি বলে ধর্ম্মের মার এমনি যেন পরে।
তারপর জগদীশরে ২ দিল ছেড়ে প্রমাণ না পাইয়া,
রাণী খালাস পাইল তেমনি হইয়া।
মামলা বারাসতে ২ কোর্ট হতে আলীপুরে গেল,
আলিপুরে জর্জ্জ কোর্টে বিচার চলিল।
সাক্ষী নন্দিতা ২ শুনেন শ্রোতা অন্য আরেক জন,
রাণী বালা নাম তার জানে সর্ব্বজন।
তাদের বিবৃতিতে ২ হাতে হাতে প্রমাণ পাওয়া যায়,
শিশিরকে দোষী বলে অভিযোগ জানায়।
আরো অন্য স্থানের ২ এক ছাত্রী ১৩ বৎসর তার,
শিশিরকে সনাক্ত করে দেখি দুইবার।
শুনি মেয়ের পিতা ২ পেয়ে ব্যথা কেইস চালাইল,
বড় বড় উকিল আর ব্যারিস্টার নিল।
এদিকে আসামী পক্ষ ২ অতি দক্ষ টাকা দিয়া তাই,
কেইসটিকে চাপা দিতে চেষ্টা করে ভাই।
আরো বড় ভাই ২ ভেবে তাই সম্মানের তরে,
উল্টো জবানবন্দী দিল কোর্টের উপরে।
প্রথম পুলিশেরে ২ বলে খুলে আসল গোপন কথা,
অনিলবাবু খাঁটি সাক্ষী দিল দেখি তথা।
এমনি বহু সাক্ষী ২ বলে খাঁটি আদি সত্য কথা,
জবানবন্দী শুনে জজের প্রাণে লাগে ব্যথা।

নিয়ে জুরিগণ ২ জজ তখন রায় দিয়া দিল,
শিশিরের প্রাণদণ্ড হুকুম হইল।
পুনঃ আপীল হল,
দেবর তখন খালাস পাইল।
বিচার হয়ে গেল ২ নিয়ে চলুন আমার বইখানি,
দশ নয়ার বিনিময়ে জানবেন এই কাহিনী।

গান

মনের আশা পূর্ণ হউক বা না হউক
লোকেতে কলঙ্ক গায়
পিরিতের দাগ লাগলে কি আর যায়
উঠিল যৌবনের অনল বাতাসেতে হয়না শীতল গো,
আমার জ্বলে গেলে হয় শান্তি গৃহে থাকা হল দায়।
তুলিয়া বকুল মালতী বিনা সুতায় মালা গাঁথি গো,
বন্ধু বিনে প্রেমের মালা পরাইব কার গলায় ?
এখন জীবন যৌবন যায় বিফলে
শেষকালেতে মরণকালে কাহাকেও না পাই।